আমরা একটি সাম্যের বাংলাদেশ চাই–কুষ্টিয়ায় ফয়জুল করীম

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেছেন, আমরা একটি সাম্যের বাংলাদেশ চাই। যেখানে সব ধর্ম মত ও পথের মানুষ নিজেদের অধিকার নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করবে। আমরা চাই না নতুন কোনো ফ্যাসিবাদ শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠুক। এদেশে দখলবাজিদের স্থান হবে না। দখলবাজি চলতে দেওয়া হবে না। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় কোনো বৈষম্য থাকে না। এর জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

আজ রবিবার (২০ অক্টোবর) বিকালে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ মাঠে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জেলা শাখা অয়োজিত বিশাল গণসমাবেশে সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ব্যক্তিকে ভোট দিবে না -মানুষ মার্কায় ভোট দেবে। তবেই হবে পিয়ার সিস্টেম নির্বাচন। মানুষ শাস্তি পাবে। কেও বৈষম্যর শিকার হবে না, শান্তিতে থাকবে। শুধু নেতা নয় নীতির পরিবর্তন হতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হলো পিয়ার সিস্টেমে নির্বাচন। প্রাপ্ত ভোট অনুপাতে আসন নির্ধারণ হবে।

তিনি আরও বলেন, আমরা একটি সাম্যের বাংলাদেশ চাই। যেখানে সব ধর্ম মত ও পথের মানুষ নিজেদের অধিকার নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করবে। আমরা চাই না নতুন কোনো ফ্যাসিবাদ শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠুক। এদেশে দখলবাজিদের স্থান হবে না। দখলবাজি চলতে দেওয়া হবে না। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় কোনো বৈষম্য থাকে না। এর জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম আরও বলেন, ভেবেছিলাম স্বাধীন দেশে এবার মানুষ শান্তি পাবে-মুক্তি পাবে। কিন্তু কি পেলাম! ৫৩ বছরে দেখালাম সামাজিক ন্যায়বিচার নেই, সাম্যতা নেই। এ অবস্থা চললে গরিবরা আরও গরিব হবে, ধনীরা আরও ধনী হবে।

মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বক্তব্যে আরও বলেন, দেশের অর্থ পাচারকারীদের বিচার করে বিদেশে পাঠানো তাদের সমুদয় অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে আনা ও সংখানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি চালু

করাতেই হবে, তাছাড়া কোনোভাবেই রাষ্ট্র মেরামত সম্ভব না। ফ্যাসিস্ট সরকার প্রধান শেখ হাসিনার পিয়ন ৪শ কোটি টাকা পাচার করে। মাত্র ২৫ পরিবারের কাছে এতো পরিমাণ টাকা যে সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছেও সেই পরিমাণ টাকা নেই। জাল-জালিয়াতি ও দুর্নীতি করে এতো টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে ও বিদেশে পাচার করা হয়েছে। সব মানুষের মাথার উপর এখন দেড় লাখ টাকার ঋণ চেপে বসেছে। আমরা এর থেকে পরিত্রাণ চাই। ভালো মানুষ সংসদে গেলে দেশের মানুষের উপকার ছাড়া ক্ষতি নেই। সংসদকে অকার্যকর করে ফেলেছিল ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার।

সংগঠনের জেলা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি জিএম তাওহীদ আনোয়ারের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা নেছার উদ্দিন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর নায়েবে আমির, অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা আব্দুল আউয়াল, যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক কেএম আতিকুর রহমান, কেন্দ্রীয় সহ দপ্তর সম্পাদক মাওলানা আরিফুল ইসলাম, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী সমন্বয়ক ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সংগ্রামী সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন রাহাত, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ, কুষ্টিয়া জেলা শাখার সংগ্রামী সভাপতি মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলামসহ অনেকে।

জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী সমর্থক যোগ দেন এ সমাবেশে। ব্যানার ফেস্টুনসহ দলে দলে সমাবেশ স্থলে হাজির হলেও ছিল না কোনো বিশৃঙ্খলা। অনেকেই দলীয় মার্কা হাত পাখা নিয়ে এসেছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যর সময় উপস্থিত হাজার হাজার নেতাকর্মী মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েন। টুঁ শব্দ করেননি তারা। বক্তব্য শেষে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম।

বিএনপি ক্ষমতায় আসলে আওয়ামীলীগের সকল অপকর্মের বিচার করা হবে- আমিরুল ইসলাম

আওয়ামীফ্যাসীবাদী সরকারের দীর্ঘদিনের জুলুম নির্যাতন, হামলা মামলা সহ্য করে জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে ধীরে ধীরে লৌহ ইস্পাত কঠিন হয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। আমরা দেখেছি বিগত ১৬ বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্ব থাকাকালীন সময়ে বাংলাদেশের মানুষের কোন স্বাধীনতা ছিল না। বাংলাদেশের মানুষ রাজনীতির কথা বলতে পারতো না। বিগত ১০ বছর আগেও আমরা দেখেছি যে সকল আওয়ামী লীগের নেতারা ভাঙ্গা মোটরসাইকেল করে ঘুরে বেড়াতো তারা আজ হাজার কোটি টাকার মালিক। আমি সেই সকল আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের বলতে চাই আপনারা বিগত ১৬টি বছরে যে সকল অপকর্ম, দুর্নীতি করে হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছেন, সেই সকল অপকর্ম, দুর্নীতির জন্য আপনাদের সকলকে শাস্তি পেতে হবে।বিগত বছরে আপনারা আমাদের যেভাবে অপমান করেছেন, অত্যাচার করেছেন, ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছিলেন, স্বাধীনভাবে রাস্তায় চলাফেরা করতে দেননি, রাতে বাড়িতে শান্তি ভাবে ঘুমাতে দেননি। আগামী নির্বাচনে যদি বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসে তাহলে আপনাদের সকল অপকর্মের বিচার করা হবে।

আজ রবিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের আনন্দবাস দক্ষিন পাড়ায় ৮নং ওয়ার্ড বিএনপির আয়োজনে, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থ্যতা কামনায় দোয়া ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম।

তিনি আরো বলেন, সকল বিএনপি নেতা কর্মীদের একত্রিত হয়ে আগামীতে বিএনপির হাতকে শক্তিশালী করে বিএনপিকে ক্ষমতায় এনে সারা বাংলাদেশের মানুষকে একটি সুন্দর বাংলাদেশ উপহার দিতে হবে। এজন্য সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে সকল বিএনপির নেতা কর্মীরা এক হয়ে কাজ করে যেতে হবে।

উক্ত দোয়া ও আলোচনা সভায় বিএনপি নেতা শরিফ উদ্দীনের সভাপতিত্বে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি

রফিকুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক ইসলাম আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক।

যুবনেতা আব্দুল হালিমের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক আবুল কাশেম, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির অন্যতম নেতা শেখ সাদী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সাবেক সাধারন সম্পাদক হারুন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দীন, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল হাসান, সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, জেলা তাতীদলের সাধারন সম্পাদক আশরাফুল আলম মন্টু, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজীর প্রমুখ।

এ সময় বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় এবং জুলাই আগস্টে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে নিহত সকল ছাত্র-জনতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের দ্রুত রোগ মুক্তি কামনা করে দোয়া করা হয়।

দামুড়হুদা চিৎলায় বিএনপির কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা সদরে চিৎলায় ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যেগে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সন্ধা ৭ টার দিকে চিৎলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এই কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়ার্ড বিএন পির সভাপতি আব্দুল খালেক খাঁর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

এ সময় তিনি বলেন, সমাজ থেকে মাদক সেবনকারী ও মাদক ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করতে হবে। মাদক উচ্ছেদের ব্যাপারে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে আমরা অনুরোধ করবো এদিকে আপনারা লক্ষ্য রাখুন আমরা আপনাদের মাদক উচ্ছেদের ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা করব। সেই সাথে বিএনপি দলের ভেতর কোনো চাঁদাবাজি উচ্ছৃংখল কাউকে স্থান দেওয়া

হবে না। বিএনপি একটি শান্তি প্রিয় ও জনগণের আস্থার দল।

কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন থানা বিএনপির, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম, সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আনসার আলি।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা থানা বিএনপি নেতা আতিয়ার রহমান চুন্নু, তোতাম মিয়া, শামসুল আলম, টিটন, যুবদল নেতা লিটন, সজল,দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক তারিকুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তুহিন, ছাত্রদল নেতা সজীব আহমেদ, মামুন প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন থানা বিএনপির সংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম।

মেহেরপুরের পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির জনসভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার বলিয়ারপুরে পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে জুলাই-আগস্টে গণহত্যার বিচারের দাবিতে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার বিকেলে বলিয়ারপুর স্কুল মাঠে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি নেতা মহিউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুণ বলেন, জুলাই-আগস্টের রক্তাক্ত গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশ থেকে আমরা স্বৈরাচারী হাসিনাকে উচ্ছেদ করেছি। আমি বলেছিলাম যে, বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের জনগণ হবে সেই রাষ্ট্রের মালিক। মানুষের বৈষম্যহীন ভাবে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম, আমরা লাগাতার ১৮ বছর করেছি। জেল জুলুমসহ আমার নেতারা গুম খুনের শিকার হয়েছে। আমি বলতে চাই লড়াই শেষ হয়ে যায়নি, ভারতের ষড়যন্ত্র চলছে, হাসিনার ষড়যন্ত্র চলছে

সেই অপশক্তির দিকে নজর রাখবেন। যারা ১৮ বছর আমাদের ভোট দিতে দেয়নি আমাদের ভোটের অধিকার ছিনতাই করেছিল সেই নিপীড়কদের শক্তিকে অবশ্যই অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টিতে নজর রাখতে হবে। আমরা কারো ক্ষতি করতে চাই না, আমরা আহবান করতে চাই ৫ তারিখের পর যে গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলতে চেয়েছি, সেই বাংলাদেশে আপনারা নিজেদের সংশোধন করুন। ভালো হয়ে যান আল্লাহর কাছে তওবা করে নিন, মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন, তবেই আপনাদের ক্ষমা করা হবে। নচেৎ ক্ষমা করা হবে না।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সদর উপজেলার বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক আরজুল্লাহ রহমান বাবলু, জেলা যুবদল সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, সদর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক লিয়াকত আলী।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রোমানা আহাম্মেদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি মাহফুজুর রহমান সহ বিএনপি’র বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের হাজারো নেতাকর্মী।

মুজিবনগরে দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির জনসভা উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির জনসভা সফল করার লক্ষে প্রস্তুতি সভা করেছে ইউনিয়ন বিএনপি।

আজ শনিবার রাত সাড়ে ৮ টার সময় দারিয়াপুর খানপুর ইউনিয়ন বিএনপির অফিসে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি মূলক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

জেলা বিএনপির সদস্য হাশেম আলীর সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্হিত ছিলেন, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সামসুজোহা, সাধারন সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সভাপতি আবুল হাসান, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র জনসভা সফল করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভায় ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র নেত সহ দারিয়াপুর ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড বিএনপি’র বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহের গনঅধিকার পরিষদের জনসভায় ভিপি নূর

গনঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুর বলেছেন, যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশে রাজনীতির যে জমিদারী প্রথা চলে আসছে তা ভেঙ্গে ফেলতে হবে। মন্ত্রীর ছেলে মন্ত্রী আর এমপির ছেলে এমপি হবে এটা চলতে দেওয়া হবে না। এজন্য আমরা পরিবর্তনের রাজনীতি নিয়ে মাঠে নেমেছি। আগে আমাদের নিজেদের পরিবর্তন হতে হবে, তারপর দেশের। আগষ্ট বিপ্লবের এই নতুন স্বাধীনতা আমাদের নতুন স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছে। আমরা আর কোন দেশের দাসত্ব করতে চাই না। বাংলাদেশ সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেল করে সামনের দিকে এগিয়ে যাব।

তিনি বলেন, গত ৫ দশকে যারাই ক্ষমতায় গেছেন তারাই দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা আমেরিকা, লন্ডন, কানাডা, মালেশিয়া ও সিঙ্গাপুরে পাচার করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিল। ইউনিয়ন পরিষদের চৌকিদার থেকে শুরু করে প্রাইমারী স্কুলের পিয়ন সকলেই দূর্নীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। গনঅধিকার পরিষদ দুর্নীতির মুল উৎপাটন করে সমৃদ্ধশীল দেশ ও জাতি গঠনে মাঠে নেমেছে। নুরুল হক নুরু আজ শনিবার বিকালে ঝিনাইদহ উজির আলী হাইস্কুল মাঠে এক বিরাট গণসমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

গত আগষ্ট বিপ্লবে গণঅভ্যুত্থানে নিহত শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও আহতদের প্রতি সমবেদনা জানাতে ঝিনাইদহ গণাধিকার পরিষদ

এই গণসমাবেশের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ও গনঅধিকার পরিষদের জেলা সভপতি প্রভাষক সাখাওয়াত হোসেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাশেদ খাঁন।

অন্যান্যের মধ্যে সিনিয়র যুগ্ম সাধরন সম্পাদক হাসান আল মামুন, শাকিলউজ্জামান, এ্যাড নূরে এরশাদ সিদ্দিকী, মাজেদুল হক, গোলাম সরোয়ার, জাহিদুর রহমান, তৌফিক শাহরিয়ার খান, রবিউল ইমলাম, খুলনার সাংগঠনিক সম্পাদক আশিক ইকবাল, রাজশাহীর সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন কবির, তোফাজ্জেল হোসেন, বরিশালের সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক এ্যাড খালিদ হাসান, মুক্তিযুদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোক্তারুজ্জাম বেলু, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক বিল্লাল হোসেন, স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক বরকত আলী বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঝিনাইদহ জেলা গনঅধিকার পরিষদের সাধরণ সম্পাদক ইকবাল জাহিদ রাজন। নুরুল হক নুরু আরো বলেন, থানার ওসি, ইউএনও, এসপি, ডিসি, সকলেই সাধরণ ছাত্র জনতার রক্তের উপর পা দিয়ে নুতন করে পদায়ন হয়েছে। কাজেই এই কথাটি খেয়াল রেখে আপনাদের কাজ করতে হবে। শহীদদের রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করলে কাউকে ছাড়া হবে না।

তিনি বলেন, শেষ সময়ে এসে সাবেক প্রধান মন্ত্রী ফ্যাসিবাদের জননী শেখ হাসিনা মানসিক বিকার গ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সে কারনেই তিনি বর্তমান সরকারের প্রধান উপদেষ্ট ড. ইউনুসকে জেলে পাঠাতে চাইছিলেন। ক্ষমতায় থাকতে খুনি শেখ হাসিনা বলেতেন তিনি নাকি দেশের মানুষকে খাবার দিতেন, ঘরে ঘরে টেলিভিশন দিয়েছেন, হাতে হাতে মোবাইল ফোন দিয়েছেন। এসব কথা বলে তিনি মানসিক রোগীর মত কর্মকান্ড করেছেন। অথচ পালানোর সময় জুতা পর্যন্ত পায়ে দিতে পারেনি। ক্ষমতার লোভে তিনি মানসিক বিকারগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন। পরিবর্তন ধরে রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের।
ঝিনাইদহের কৃতি সন্তান ও গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাশেদ খাঁন বলেন, আগামী নির্বাচনে আমরা ক্ষমতায় গেলে জেলার চিকিৎসা খাতে উন্নয়ন এবং বেকার শিক্ষিত যুবকদের চাকরী দেওয়ার ব্যাবস্থা করা হবে। প্রতিটা বাড়ি থেকে একজন করে চাকরি পাবেন। দেশে কেউ বেকার থাকবে না।

অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ-২ আসন থেকে আগামী সংসদ নির্বাচন করলে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোঃ রাশেদ খাঁনকে ভোট দেওয়ার জন্য আহবান জানান ভিুপ নুর।

মেহেরপুরে শহীদ আবু সাঈদ ক্লাবের উদ্বোধন করলেন মাসুদ অরুন

মেহেরপুরের কাথুলী সড়কে শহীদ আবু সাঈদ ক্লাবের উদ্বোধন করলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন।

উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, স্বৈরাচারী হাসিনা পালিয়েছে দেশের মানুষ নতুন বাংলাদেশ পেয়েছে মানুষ এখন শান্তিতে থাকবে। মানুষ আর স্বৈরাচারী হাসিনাকে চাইনা। আল্লাহ ছাড় দেয় ছেড়ে দেয় না । তেমনি আমরা ছাড় দেবো কিন্তু ছেড়ে দেব না। তাই আওয়ামী সন্ত্রাসীদের বলতে চাই বেশি লাফালাফি করবেন না। আর যদি আমাদের কর্মী বাহিনী উপরে আরেকটি আঘাত হয়। তাহলে আমরা হাতে চুড়ি পরে বসে থাকবো না এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবো।

আজ শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) রাত ৮ টার দিকে ৪ নম্বর ওয়ার্ড নতুন পাড়া কাথুলি সড়কে এই ক্লাবের শুভ উদ্বোধন করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, আওয়ামীলীগ সরকার এত দুর্নীতি করেছে এখন দেশে থাকতে পারছে না। বিভিন্ন স্থানে ও বাইরে আত্ম গোপনে রয়েছে। এই সুযোগে যাতে করে আমাদের বিএনপি নেতাকর্মীর সাথে কোন রকম সম্পর্ক তৈরি করে আমাদের ভিতরে কোন প্রকার কোন্দল সৃষ্টি না করতে পারে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে সকলকে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম জাহিদ পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আবু ওবায়দুল্লাহ সেন্টু জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আজমল হোসেন মিন্টু মোল্লা

,কামরুজ্জামান বাবু পৌর বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম কাউন্সিলর, হাফিজুর রহমান হাফিজ, মাসুদ রানা. ফকির আলী আসকার আলী মনিরুজ্জামান মনি সহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য মশিউর রহমানের ডিপ ফ্রিজ উপহার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় সমাজের অবহেলিত বাবা মায়ের কল্যাণে আমাদের পথ চলা সিনিয়র সিটিজেন হোমের অসহায় বৃদ্ধ বাবা-মায়েদের খাবার রাখার জন্য একটি ডিপ ফ্রিজ উপহার দিয়েছেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য আলহাজ্ব মোঃ মশিউর রহমান।

আজ শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) সকাল ১১ টার দিকে দর্শনা পৌরসভার কেরু আনোয়ারপুর এলাকায় অবস্থিত সিনিয়ার সিটিজেন হোমে এই ডিপ ফ্রিজ উপহার প্রদান করা হয়।

দর্শনা পৌর বিএনপি’র সমন্বয় কমিটির সদস্য আলহাজ্ব মশিউর রহমান নিজ উদ্যোগে এই ফ্রিজ প্রদান করে।

এ সময় তিনি বলেন, দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষাঅনুরাগী ও বিএনপি নেতা মরহুম সদর আলী স্যার। তার ছেলে মোঃ সিরাজুল ইসলামের উদ্যোগে সমাজের অবহেলিত বাবা মায়ের কল্যাণে পথ চলা সিনিয়র সিটিজেন হোম তৈরি করেছে। এখানে অবলিত বাবা মায়ের থাকা খাওয়া সহ সুন্দর পরিবেশে বসবাসের বাস যোগ্য গড়ে তোলা হচ্ছে। বৃদ্ধ বাবা-মায়েদের সার্বিক খোজ খবর নেন প্রয়োজনীয় সহযোগীতারও আশ্বাস দেন।

আজ শুক্রবার সকাল ১১ টার দিকে তিনি দলীয় নেতাকর্মিদের সাথে নিয়ে ফ্রিজটি তুলে দেন হোমের ম্যানেজারের আবুজার গিফারীর হাতে।

এ সময় মশিউর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক দর্শনা পৌরসভার মেয়র মহিদুল ইসলামের ছেলে ও পৌর এলাকার ০৮ নং ওয়ার্ড বিএনপির

সভাপতি মাহাদুল ইসলাম সেপাস, থানা ছাত্রদলের যুগ্মআহবায়ক সাহেদ ইসলাম সুজন, পৌর ছাত্রদলের যুগ্মআহবায়ক মুকিত শেখ, কলেজ ছাত্রদলের যুগ্মআহবায়ক রাজু আহমেদ, নবীন দলের সদস্য সচিব ডাবলু মিয়া, ছাত্রদল নেতা রকি, সুমন প্রমুখ।

দামুড়হুদার জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির ১১ নেতাকে স্বতর্কীকরণ পত্র প্রেরণ

দলের গঠনতন্ত্র পরিপন্থি কাজ করায় চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির ১১ নেতাকে স্বতর্কীকরণ পত্র দেওয়া হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (১৭ অক্টোবর) জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির পক্ষে দপ্তর সম্পাদক মোঃ আলমগীর হোসেন এ পত্র প্রেরণ করেন।

স্বতর্কীকরণ পত্রে জানানো হয়, জুড়ানপুর ইউনিয়নের বিএনপির সভাপতি ও সম্পাদককে অবগত না করে গত ১১ অক্টোবর সন্ধ্যার পর ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপির কর্মী সভা করা হয়। উক্ত কর্মী সভায় অত্র ইউনিয়নের কয়েকটি ওয়ার্ডের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ইউনিয়ন কমিটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হয়।

দলের গঠনতন্ত্র পরিপন্থি ওই কর্মী সভায় উপস্থিত হওয়ার কারণ দিয়ে যে ১১ নেতাকে পত্র দেওয়া হয়েছে তারা হলেন (১) মোঃ শীতল আলী, সভাপতি ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপি, (২) মোঃ ছানোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপি, (৩) মোঃ মজিবুল হক, সভাপতি ২ নং ওয়ার্ড বিএনপি, (৪) এ.জেড আমিনুল হাবিব সোহাগ, সাধারণ সম্পাদক ২ নং ওয়ার্ড বিএনপি, (৫) মোঃ জুলমত হোসেন, সভাপতি ৩ নং ওয়ার্ড বিএনপি, (৬) মোঃ গোলাম হোসেন, সাধারণ সম্পাদক ৩ নং ওয়ার্ড বিএনপি, (৭) মোঃ আবুল বাশার, সহ-সভাপতি ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি, (৮) মোঃ কামাল উদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি, (৯) মোঃ সাইদুর রহমান লিপু, ১ নং নির্বাহী সদস্য জুড়ানপুর ইউনিয়ন

বিএনপি, (১০) মোঃ আবুল কালাম আজাদ, নির্বাহী সদস্য জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপি ও (১১) মোঃ নাসির উদ্দিন, যুগ্ম সম্পাদক জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপি।

পত্রে সতর্ক করে আরো বলা হয়, আগামীতে দলের গঠনতন্ত্র পরিপন্থি দলীয় কোন কর্মকান্ড করলে আপনার বিরুদ্ধে সাংগাঠনিক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে। এ বিষয়ে আপনাকে সতর্ক থাকিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ মনিরুজ্জামান মনির, সাধারণ সম্পাদক মোঃ রফিকুল হাসান তনু, জুড়ানপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোঃ ইদ্রিস আলী ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন এর নির্দেশনানুযায়ী এই সতর্কীকরণ পত্র প্রেরণ করা হয়।

দামুড়হুদায় যুবদলের আয়োজনে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা মাদ্রাসা ও বেগো পাড়ার যুবদলের আয়োজনে কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যা ৭ টার দিকে মাদ্রাসা পড়ার ৪ নং ওয়ার্ডের অস্থায়ী বিএনপি কার্যালয়ে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

৪ নং ওয়ার্ড বিএন পির সভাপতি আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা থানা বি এনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

এ সময় তিনি বলেন, আওয়ামীলীগের যারা গা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছেন আপনারা মনে রাখবেন আপনাদের অপরাধের সাজা নিতে হবে।আইনী ভাবে আপনাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হবে। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন থানা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম, সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি

আব্দুর রহিম, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আনসার আলি, উপজেলা যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ উপজেলা ছাত্র দলের আহবায়ক আফজালুর রহমান সবুজ, যুবদল নেতা তারিকুল ইসলাম লিটন।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মাদ্রাসা ও বেগো পাড়ার যুবদলের নেতা বাকী বিল্লাহ, সাইদুর রহমান, মিন্টু, বাসার, নয়ন, সাদেক শাহ, জামাল, আবু বক্কর, শাহ আলম, ডাবলু। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ৪নং ওয়ার্ড যুবদলের নেতা ওমর ফারুক।